দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...0..8 APR 2007...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২...

প্রসঙ্গ : শুদ্ধ সুন্দর পাঠ্যপুস্তক

ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া আগামী নভেম্বরের মধ্যে বোর্ডের পাঠ্যবই ছাপাইয়া বাহির করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী। সেই সঙ্গে তিনি স্কুল পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্দেশনা প্রদান করেন। গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা আকস্মিকভাবে টেক্সট বুক বোর্ড অফিস পরিদর্শনে যান এবং তখনই উপরোক্ত নির্দেশনা দেন।

পাঠ্যপুস্তকের মান এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস-দুইটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস বা যেকোনো তথ্যের বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা অসততারই নামান্তর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়া বহুদিন ধরিয়া আমাদের দেশে যেইরূপ কাণ্ড-কারখানা চলিয়া আসিতেছে, তাহা মোটেও প্রীতিপ্রদ নয়। বরঞ্চ বলা উচিত, খুবই গ্লানিকর। বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকেও যে তাহার প্রতিফলন রহিয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ত্রুটি সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাথে সাথে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যবইয়ের প্রকাশনার সামগ্রিক মান নিশ্চিত করাও জরুরী। এই দেশে পাঠ্যপুস্তকের কাগজ ও মুদ্রণ সৌকর্য নিয়া যেমন প্রশ্ন আছে, তেমনই গ্রন্থিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচনার মান নিয়াও সমালোচনার অন্ত নাই। ওয়াকিফহাল মহলের অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বইয়ে পাঠবিন্যাস যেইভাবে করা হইয়া থাকে, পরীক্ষায় প্রশ্ন করিবার পদ্ধতি সেইরূপ নয়। একজন কোমলমতি শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহার বই খুঁজিয়া প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাহির করা কঠিন। এরকম অবস্থায়, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড বইয়ের শরণ লইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। অথবা প্রাইভেট শিক্ষকের সাহায্য লইতে প্ররোচিত করা হইয়া থাকে। আর, এই সুযোগেই রমরমা ব্যবসায় জমিয়া উঠিয়াছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিম্নমানের নোট ও গাইড বইয়ের। অথচ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বই আইনত নিষিদ্ধ। সমস্যাটি সরেজমিনে খুবই গভীর এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এই ধরনের অন্যায্য এবং মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর বাণিজ্য অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। যেসব প্রকাশক, তথাকথিত শিক্ষক নেতা এবং নামধারী যেইসব শিক্ষক এই ধরনের অপবাণিজ্যের সহিত জড়িত, তাহাদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা উচিত। প্রয়োজনে টেকসট বুক বোর্ড নিজেই সহপাঠ্য পুস্তকসমূহ প্রকাশ করিতে পারে। আসল কথা হইল, স্কুল পর্যায়ে যে প্রকারেই হউক ছেলে-মেয়েদের হাতে শুদ্ধ-সুন্দর বই তুলিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহার পরিণাম ভাল হইবার নয় কিছুতেই।

এই প্রসঙ্গে নোট ও গাইড বই ছাড়াও সহপাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক পুস্তকাদি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আরও কিছু বই পড়িতে হয়। যেমন বাংলা দ্রুতপঠন, ইংলিশ রেপিড রিডারস, ব্যাকরণ, রচনা শিক্ষা, ইংলিশ গ্রামার, কম্পোজিশন, সাধারণ জ্ঞান, ওয়ার্ডবুক প্রভৃতি। আমরা যতদূর জানি, সহপাঠ্য পুস্তকসমূহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে বাহির হইলেও সেগুলির বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন রহিয়াছে। অর্থাৎ টেকসট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে বইগুলি অনুমোদন করেন, সেগুলি হইতেই কেবল স্কুল কর্তৃপক্ষ সহপাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিতে পারেন। যে বই অনুমোদিত নয়, সে বই পাঠ্য করা যাইবে না। কিন্তু অভিযোগ রহিয়াছে যে, বাস্তবে এই নিয়ম মানা হয় সামান্যই। একশ্রেণীর পাবলিশার, স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী, শিক্ষক সমিতির নেতা এবং এক শ্রেণীর শিক্ষকের যোগসাজশে প্রায়শ বিভিন্ন স্কুলে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও সহপাঠের যাচ্ছেতাই মানের বই পাঠ্য করিয়া দেওয়া হয়। ছেলে-মেয়েদের ওইসব বাজে বই কিনিতে বাধ্য করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইসব বইয়ের দুই ছত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, গোমূর্খ দ্বারা এইগুলি রচিত। বানান, বাক্যবিন্যাস, তথ্য, তত্ত্ব কোনো কিছুই ঠিক নাই। এইসব অপরিমার্জিত সহপাঠ্য বইয়ের দামও আকাশছোঁয়া। যে বইয়ের দাম হওয়া উচিত দশ টাকা উহা তিরিশ-চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকার বইয়ের দাম দুই/আড়াইশত টাকা। আবার বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সহপাঠ্য বইয়ের মানও ভাল নয়—এমন দৃষ্টান্তও কম নেই। মোটকথা সহপাঠ্য বইয়ের নামে চলিয়া আসিতেছে অসাধুতার চূড়ান্ত। ছেলে-মেয়েদের একদিকে ভুল শিখান হইতেছে, অন্যদিকে, লুটিয়া নেওয়া হইতেছে অভিভাবক শ্রেণীর গাঁটের পয়সা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এই ধরনের অন্যায্য এবং মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর বাণিজ্য অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। যেসব প্রকাশক, তথাকথিত শিক্ষক নেতা এবং নামধারী যেইসব শিক্ষক এই ধরনের অপবাণিজ্যের সহিত জড়িত, তাহাদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা উচিত। প্রয়োজনে টেকসট বুক বোর্ড নিজেই সহপাঠ্য পুস্তকসমূহ প্রকাশ করিতে পারে। আসল কথা হইল, স্কুল পর্যায়ে যে প্রকারেই হউক ছেলে-মেয়েদের হাতে শুদ্ধ-সুন্দর বই তুলিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যাহার পরিণাম ভাল হইবার নয় কিছুতেই।